

সূরা ৯৬ : আ'লাক, মাক্কী

৯৬ - سورة العلق 'مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১৯, রকু ১)

(أَيَاتُهَا : ١٩ 'رُكُوعَاتُهَا : ١)

কুরআনের এই সূরাটির নিম্নের আয়াতগুলিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) তুমি পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।	١. أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
(২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে।	٢. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
(৩) পাঠ কর : আর তোমার রাব্ব মহা মহিমান্বিত,	٣. أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
(৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।	٤. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
(৫) তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা।	٥. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

নাবুওয়াতের শুরু এবং কুরআনের প্রথম আয়াত

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহীর প্রথম সূচনা হয় ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যা স্বপ্ন দেখতেন তা প্রভাতের প্রকাশের ন্যায় সঠিকরূপে প্রকাশ পেত। তারপর তিনি হেরাগিরি গুহায় নির্জনে থাকতে পছন্দ করেন। উম্মুল মু'মিনীন খাদীজার (রাঃ) নিকট থেকে খাদ্য, পানীয় নিয়ে তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং কয়েকদিন সেখানে ইবাদাত বন্দেগী করে কাটিয়ে

দিতেন। তারপর বাসায় এসে খাদ্য, পানীয় নিয়ে পুনরায় গমন করতেন। একদিন হঠাৎ সেখানেই প্রথম অহী অবতীর্ণ হয়। মালাক/ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বলেন : **أَفْرَأَ** অর্থাৎ 'আপনি পড়ুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'আমি তো পড়তে জানিনা।' মালাক তখন তাঁকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন যা সহ্য করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তাতে তাঁর কষ্ট হল। তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : 'পাঠ করুন।' এবারও তিনি বললেন : 'আমি তো পড়তে জানিনা।' মালাক/ফেরেশতা পুনরায় তাঁকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এবারও তা সহ্য করতে তাঁর কষ্ট হল। তারপর মালাক তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : 'পড়ুন।' তিনি পূর্বেরই মত জবাব দিলেন : 'আমি তো পড়তে জানিনা।' মালাক তাঁকে তৃতীয়বার জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন এবং তিনি কষ্ট পেলেন। তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : 'পাঠ করুন, আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ করুন, আর আপনার রাক্ব মহামহিমাম্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন-শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতগুলি স্মরণে রেখে কাঁপতে কাঁপতে খাদীজার (রাঃ) কাছে এলেন এবং বললেন : 'আমাকে চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত কর, 'আমাকে চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত কর।' তখন তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করা হল। কিছুক্ষণ পর তাঁর ভয় কেটে গেলে তিনি খাদীজাকে (রাঃ) সব কথা খুলে বললেন এবং তাঁকে জানালেন যে, তিনি তাঁর জীবনের আশংকা করছেন। খাদীজা (রাঃ) তখন তাঁকে (সান্ত্বনার সুরে) বললেন : 'আপনি নিশ্চিত থাকুন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখনো অপদস্থ করবেননা। আপনি আত্মীয় স্বজনের প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করে থাকেন, সদা সত্য কথা বলেন, আপনি গরীবদেরকে সাহায্য করেন এবং তাদের বোঝা লাঘব করেন, আপনি অতিথি সেবা করেন এবং সত্যের পথে দুর্দশাগ্রস্তদের ও অন্যদেরকে সাহায্য করেন।'

তারপর খাদীজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদিল উয্বা ইব্ন কুসাই এর নিকট গেলেন। আইয়ামে জাহিলিয়াতের

সময়ে তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরাবীতে কিতাব লিখতেন এবং আরাবী ভাষায় ইঞ্জিলের অনুবাদ করতেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেন : ‘আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের ঘটনা শুনুন।’ ওয়ারাকা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন : ‘হে ভতিজা! আপনি কি দেখেছেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা ঘটনাটি শুনে বললেন : ‘ইনিই সেই রহস্যময় মালাক যিনি আল্লাহর প্রেরিত বার্তা নিয়ে মূসার (আঃ) কাছেও আসতেন। আপনার স্বজাতিরা যখন আপনাকে বের করে দিবে তখন যদি যুবক থাকতাম! হায়, তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ কথা শুনে বললেন : ‘তারা আমাকে বের করে দিবে?’ ওয়ারাকা উত্তরে বললেন : ‘হ্যাঁ, শুধু আপনাকেই নয়, বরং আপনার মত যারাই নাবুওয়াত লাভে ধন্য হয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের সাথেই এরূপ বৈরীতা ও শত্রুতা করা হয়েছিল। ঠিক আছে, আমি যদি ঐ সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে আমি আপনাকে যথাসাধ্য সমর্থন করব।’ এই ঘটনার পর ওয়ারাকা অতি অল্পদিনই বেঁচে ছিলেন। আর এদিকে অহী আসাও বন্ধ হয়ে যায়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানসিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। কয়েকবার তিনি পর্বত চূড়া থেকে ঝাপ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক বারই জিবরাঈল (আঃ) এসে বলতেন : ‘হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি সত্যিই আল্লাহ তা‘আলার নাবী।’ এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশ্বস্ত হতেন এবং তাঁর মানসিক অস্থিরতা অনেকটা কেটে যেত। তিনি প্রশান্ত চিত্তে বাড়ি ফিরতেন।’ এর পর আবার যখন দীর্ঘদিন যাবত তাঁর কাছে অহী আসা বন্ধ থাকে তখন তিনি আগের মত আবারও গুহায় অবস্থান করতে থাকেন। যখন তিনি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করেন তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁকে ঐ কথাই বলেন যা পূর্বেও বলেছিলেন। (আহমাদ ৬/২৩২) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও যুহরীর (রহঃ) বরাতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১২/৩৬৮, মুসলিম ১/১৩৯)

কুরআনে নাখিলকৃত আয়াতসমূহের মধ্যে এই আয়াতগুলিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। নিজের বান্দার উপর এটাই ছিল আল্লাহর প্রথম নি'আমাত এবং রাহমানুর রাহীমের প্রথম রাহমাত।

মানুষের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা'আলারই জানা

মানুষের সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন যে, তিনি মানুষকে জমাট রক্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ জমাট রক্তের মধ্যে নিজের অসীম রাহমাতে সুন্দর চেহারা দান করেছেন। তারপর নিজের বিশেষ রাহমাতে জ্ঞান দান করেছেন এবং বান্দা যা জানতনা তা শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞানের কারণেই আদি পিতা আদম (আঃ) সমস্ত মালাইকার মধ্যে বিশেষ সম্মান লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। জ্ঞান কখনো মনের মধ্যে থাকে, কখনো মুখের মধ্যে থাকে এবং কখনো কিতাবের মধ্যে লিখিতভাবে বিদ্যমান থাকে। কাজেই জ্ঞান যে তিন প্রকার তা প্রতীয়মান হয়েছে। অর্থাৎ বুদ্ধিগত জ্ঞান, কথ্য জ্ঞান এবং লেখ্য জ্ঞান। লেখ্য জ্ঞানের জন্য বুদ্ধিগত এবং কথ্য জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু কথ্য জ্ঞানের জন্য বাকী দু'টি জ্ঞান না হলেও চলে। এ কারণেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, **أَفْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ**।

عَلَّمَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

তুমি পাঠ কর, আর তোমার রাব্ব মহামহিমাবিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা। একটি প্রবাদ রয়েছে : 'জ্ঞানকে লিখে সংরক্ষণ কর।

(৬) বস্তুতঃ মানুষ তো সীমা লংঘন করেই থাকে,	٦. كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغِيَ
(৭) কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত বা অমুখাপেক্ষী মনে করে।	٧. أَنْ رَّأَاهُ اسْتَغْنَى
(৮) তোমার রবের নিকট প্রত্যাভর্তন সুনিশ্চিত।	٨. إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَى

(৯) তুমি কি তাকে দেখেছ যে বাধা দেয়	۹. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ
(১০) এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে?	۱۰. عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ
(১১) তুমি লক্ষ্য করেছ কি যদি সে সৎ পথে থাকে?	۱۱. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ أَهْدَىٰ
(১২) অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়?	۱۲. أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ
(১৩) তুমি লক্ষ্য করেছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়?	۱۳. أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
(১৪) তাহলে সে কি অবগত নয় যে, আল্লাহ দেখছেন?	۱۴. أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ
(১৫) সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয় তাহলে আমি তাকে অবশ্যই হেচড়িয়ে নিয়ে যাব মাথার সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে,	۱۵. كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
(১৬) মিথ্যাবাদী, পাগিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।	۱۶. نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
(১৭) অতএব সে তার পার্শ্বচরদের আহ্বান করুক।	۱۷. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ
(১৮) আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের গ্রহরীদেরকে।	۱۸. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ
(১৯) সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করনা। সাজদাহ কর ও	۱۹. كَلَّا لَا تَطِعْهُ وَاسْجُدْ

আমার নিকটবর্তী হও। [সাজদাহ]

وَأَقْرَبُ

অর্থ সম্পদের জন্য মানুষের সীমা অতিক্রম করায় ভয় প্রদর্শন

আল্লাহ তাআ'লা বলেন : كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ. সত্য সত্যই মানুষ সীমা ছাড়িয়ে যায়, কারণ সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে। কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের পর সে মনে অহংকার পোষণ করে। অথচ তার ভয় করা উচিত যে, একদিন তাকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে! সেখানে কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে! অর্থ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে : অর্থসম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছ এবং কোথায় ব্যয় করেছ?

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন : 'দু'জন এমন লোভী রয়েছে যাদের পেট কখনো ভরেনা। একজন হল জ্ঞান অনুসন্ধানকারী এবং অপরজন হল দুনিয়াদার বা তালেবে দুনিয়া। তবে এ দু'জনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। জ্ঞান অনুসন্ধানী শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়, আর দুনিয়াদার লোভ, হঠকারিতা এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়।' তারপর তিনি إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ এ আয়াত দু'টি পাঠ করেন। এর পর জ্ঞান অন্বেষণকারীর ব্যাপারে পাঠ করেন আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি :

إِنَّمَا سَخَتْ لِيَّ يَدَايَ مِنَ الْعِبَادَةِ أَلْعَلَّمْتُوْا

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৮)

অভিশপ্ত আবু জাহলের সালাতে বাধা দান এবং ওর পরিণতি

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى. 'তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে?' এই আয়াত অভিশপ্ত আবু জাহলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কা’বাগৃহে সালাত আদায় করতে বাধা প্রদান করত। প্রথমে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তাকে বুঝানোর জন্য নরম সুরে বলেন যে, যাকে বাধা দিচ্ছে তিনি যদি সৎপথে থেকে থাকেন, লোকদেরকে তাকওয়ার দিকে আহ্বান করেন অর্থাৎ পরহেযগারী শিক্ষা দেন, আর সে (আবু জাহল) দাপট দেখিয়ে তাঁকে আল্লাহর ঘর থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাহলে কি তার দুর্ভাগ্যের কোন শেষ আছে? এই হতভাগা কি জানেনা যে, যদি সে ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বিমুখ হয়, আল্লাহ তা দেখছেন? তার কথা শুনছেন? তার কথা এবং কাজের জন্য তাকে যে আল্লাহ শাস্তি দিবেন তাও কি সে জানেনা? এভাবে বুঝানোর পর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তাকে ভয় প্রদর্শন করে ধমকের স্বরে বলছেন : যদি সে এ ধরনের বাধাদান, বিরোধিতা, হঠকারিতা এবং কষ্টদান হতে বিরত না হয় তাহলে আমি তার মুখমন্ডলকে কালিমা লিপ্ত করব। কারণ সে হল মিথ্যাচারী ও পাপিষ্ঠ। অতঃপর সে তার জ্ঞাতি গোষ্ঠিকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করুক, আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে। তারপর কে হারে এবং কে জিতে তা দেখা যাবে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবু জাহল বলল : ‘যদি আমি মুহাম্মাদকে কা’বাঘরে সালাত আদায় করতে দেখি তাহলে আমি তার ঘাড়ে আঘাত হানবো।’ (ফাতহুল বারী ৮/৫৯৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পেয়ে বললেন : ‘যদি সে এরূপ করে তাহলে আল্লাহর আযাবের মালাইকা তাকে পাকড়াও করবেন।’ ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ও ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের অনুসরণ করে ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটি নকল করেছেন। (হাদীস নং ৯/২৭৭, ৬/৫১৮ ও ১২/৬৪৯) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহয় মাকামে ইবরাহীমের (আঃ) কাছে সালাত আদায় করছিলেন, এমন সময় অভিশপ্ত আবু জাহল এসে বলল : ‘আমি তোমাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি বিরত হলেনা? এবার যদি আমি তোমাকে কা’বা ঘরে সালাত আদায় করতে দেখি তাহলে তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কঠোর ভাষায় তার হুমকির জবাব দিলেন এবং তার

হুমকিকে মোটেই গ্রাহ্য করলেননা। বরং তাকে সতর্ক করে দিলেন। তখন ঐ অভিশপ্ত বলতে লাগল : ‘হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? আল্লাহর শপথ! এই উপত্যকায় আমার রয়েছে এক বিরাট লোকবল! আমার এক আওয়াযে সমগ্র প্রান্তর লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা الرَّبَّانِيَّةُ سَنَدُغُ نَادِيهِ, فَلْيَدُغُ এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি আবু জাহল তার লোকদেরকে ডাকত তাহলে তখনই আযাবের মালাইকা তাকে ঘিরে ফেলতেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রাঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আবু জাহল (জনগণকে) জিজ্ঞেস করল : ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদের সামনে ধূলা দ্বারা তার মুখমন্ডল ধূসরিত (সাজদাহ) করে?’ জনগণ উত্তরে বলল : ‘হ্যাঁ। তখনই ঐ দুর্বৃত্ত বলল : লাভ ও উন্মাদ শপথ! সে যদি আমার সামনে ঐভাবে সাজদাহ করে তাহলে আমি অবশ্যই তার ঘাড় ভেঙ্গে দিব এবং তার মুখ ধূলায় লুপ্তিত করব।’ একদিকে আবু জাহল এই ঘৃণ্য উক্তি করল, আর অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করা শুরু করলেন এবং দুর্বৃত্তের অঙ্গীকার পূরণের সুযোগ হল। তিনি সাজদায় যাওয়ার পর আবু জাহল সামনের দিকে অগ্রসর হল বটে, কিন্তু সাথে সাথেই ভয়ানকভাবে আত্মরক্ষামূলকভাবে পিছনের দিকে সরে এলো এবং হাত দ্বারা মুখাবৃত করতে লাগল। জনগণ অবাক হয়ে তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল : ‘আমার এবং মুহাম্মাদের মাঝে আগুনের কূপ এবং ভয়াবহ প্রাণী দেখলাম যাদের পাখা রয়েছে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : ‘আবু জাহল যদি আরো কিছু অগ্রসর হত তাহলে ফেরেশতা/ফেরেশতারা তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক করে দিতেন।’ অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন : আল্লাহ তা‘আলা একটি আয়াত নাযিল করেন, কিন্তু আমি জানি না যে, এই হাদীসের আলোকে তা নাযিল হয়েছিল নাকি অন্য কোন বিষয়ে।

আয়াতটি হল **كَلَّا أَتِلَّا نَسَانٌ لَّيْطَعَى** হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি। ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (তাবারী ১২/৬৪৯, আহমাদ ২/৩৭০, মুসলিম ২৭৯৭, নাসাঈ ১১৬৮৩)

রাসূলের (সাঃ) জন্য আনন্দ

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : **كَلَّا لَا تُطَعُّهُ** সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করনা, বরং তুমি সালাত আদায় করতে থাক এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে থাক। অর্থাৎ অধিক পরিমাণে ইবাদাত কর এবং যেখানে খুশী সালাত আদায় করতে থাক। তাকে পরোয়া করার কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা তোমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী রয়েছেন। তিনি তোমাকে শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করবেন। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি সাজদাহ কর এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার ব্যাপারে সদা সচেতন থাক। এরই সমর্থনে একটি হাদীস রয়েছে যা সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহর (রাঃ) বরাতে আবু সালিহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বান্দা যখন সাজদাহ রত হয় তখন সে আল্লাহর সবচেয়ে কাছে পৌঁছে। অতএব তোমরা বেশি বেশি সাজদাহ কর। (মুসলিম ১/৩৫০) পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতেন তখন সাজদাহ দিতেন :

إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ১) এবং

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

তুমি পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা 'আলাক, ৯৬ : ১) (মুসলিম ১/৪০৬)

সূরা আ'লাক এর তাফসীর সমাপ্ত।